রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৩৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬২৩—৬৪১
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০১৩—২০৮৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০১—২২০
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৪৫—১৯২৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৭৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৪ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.২৩(বি.মা).৩৭৪(১)**—যেহেতু, জনাব মো: সামিন সারোয়ার (১৮৭৮৬) সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৫-২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৭.০২.০০১.২৩.১৫২ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে বর্ণিত পদ হতে প্রত্যাহারপূর্বক পরবর্তী পদায়নের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা-তে ন্যস্ত হওয়ার আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণার ১৭-০৫-২০২৩ তারিখের ০৫.৪৫.৭২০০.০১৪.৪৬.০০১.২৩-১৫৯ নম্বর স্মারকে অবমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নতুন কর্মস্থলে যোগদান না করে, বরং ৩১-০৫-২০২৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর ০৮ (আট) দিনের ছুটি মঞ্জুরের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে সরাসরি আবেদন করেছেন এবং জনাব রুয়েল সাংমা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা কর্তৃক উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্যকরণ, অসহযোগিতা ও অসদাচরণ এর অভিযোগ দাখিলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে-(ক) খালিয়াজুরী উপজেলাধীন উদ্বোধনকৃত হেমনগর কান্দা আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের 'ক' শ্রেণির ২৬৫টি ঘরের কবুলিয়ত অধ্যাবধি সম্পাদন না করা,

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(খ) ১নং মেন্দিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত জগন্নাথপুর ট্রলারঘাট হতে বিধি বহির্ভূতভাবে খাস আদায়ের আদেশ প্রদান করা, (গ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন ছাড়াই সায়রাত বহির্ভূত ছোট ফেনি ও কুলির দাইর নামক জলমহালগুলো হতে খাস আদায়ের আদেশ প্রদান করা, (ঘ) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে কর্মস্থল ত্যাগ করা, (ঙ) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত স্বত্ব-দখলীয় জমিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জনাব নবদ্বীপ শুক্লদাসকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করে ডিসিআর প্রদান না করে বরং তার ২টি দোকান সিলগালা করা, (চ) কোনো মামলা না থাকা সত্ত্বেও বংশানুক্রমিক স্বত্ব-দখলীয় জমিতে অবস্থিত জনাব রিয়াজ উদ্দিন তালুকদারের ২টি দোকান সিলগালা করা এবং তাঁর কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা এবং (ছ) মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দুইজন ব্যক্তিকে মোট ৬০,০০০ টাকা জরিমানা ও তাদের ৪টি দোকান সিলগালা করলেও উক্ত মোবাইল কোর্ট মামলার ডিসিআর কপিতে ও আদেশপত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করে মাত্র ০১ জন অপরাধীর নিকট হতে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় দেখিয়ে অবশিষ্ট ১০ হাজার টাকা নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখা এবং জরিমানার অর্থ নিজ হেফাজতে রেখে দীর্ঘ ২৩ দিন পর চালানমূলে জমা প্রদান করা ও চালানের কপিতে জরিমানার তারিখ প্রতারণামূলকভাবে পরিবর্তন করার অভিযোগসমূহের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগে গত ১৩-০৮-২০২৩ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০১.২৩ (বি. মা), ২৮৩নং পত্রের মাধ্যমে ০১১/২০২৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০৭-০৯-২০২৩ তারিখে কারণ দর্শানোর জনাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২২-১০-২০২৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্ত কর্মকর্ত নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৯-০৪-২০২৪ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং জনাব মো: সামিন সারোয়ার (১৮৭৮৬) এর বিরুদ্ধে-(ক) সরকারি আদেশ অনুযায়ী বিধি মোতাবেক নতুন কর্মস্থলে যোগদান না করে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর ০৮ (আট) দিনের ছুটি মঞ্জুরের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে সরাসরি আবেদন করা, (খ) খালিয়াজুরী উপজেলাধীন উদ্বোধনকৃত হেমনগর কান্দা আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের 'ক' শ্রেণির ৩৫০টি ঘরের মধ্যে মাত্র ১৮৭টি ঘরের কবুলিয়ত সম্পাদন করা অর্থাৎ সকল ঘরের কবুলিয়ত সম্পাদন না করা, (গ) ১নং মেন্দিপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত জগন্নাথপুর ট্রলারঘাট হতে বিধি বহির্ভূতভাবে খাস আদায়ের আদেশ প্রদান করা, (ঘ) উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন ছাড়াই সায়রাত বহির্ভূত ছোট ফেনি ও কুলির দাইর নামক জলমহালগুলো হতে খাস আদায়ের আদেশ প্রদান করা, (ঙ) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করা, (চ) বন্দোবস্তপ্রাপ্ত স্বত্ব-দখলীয় জমিতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জনাব নবদ্বীপ শুক্লদাসকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করে ডিসিআর প্রদান না করে বরং তার ২টি দোকান সিলগালা করা, (ছ) কোনো মামলা না থাকা সত্ত্বেও বংশানুক্রমিক স্বত্ব-দখলীয় জমিতে অবস্থিত জনাব রিয়াজ উদ্দিন তালুকদারের ২টি দোকান সিলগালা করা এবং তাঁর কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা এবং (জ) মোবাইল কোর্টের জরিমানার অর্থ নিজ হেফাজতে রেখে দীর্ঘ ২৩ দিন পর চালানমূলে জমা প্রদান করা ও চালানের কপিতে জরিমানার তারিখ প্রতারণামূলকভাবে পরিবর্তন করার অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হয়; এবং

০৪। সেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন ও নথির অন্যান্য কাগজপত্র এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনান্তে জনাব মো: সামিন সারোয়ার (পরিচিতি নং-১৮৭৮৬), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), খালিয়াজুরী নেত্রেকোণা ও বর্তমানে-সহকারী কমিশনার পদে পরবর্তী পদায়নের নিমিত্ত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনায় ন্যস্ত-এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে আগামী "০২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" রাখার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো এবং তিনি ০২ (দুই) বছরের বর্ধিত বেতন কখনও প্রাপ্য হবেন না; ০২(দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তৃতীয় বছর হতে তিনি বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হবেন মর্মে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি/পিপি শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৭ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫০৮/সিলিসিটর/৮৫-৯৯**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব আবু মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন কর্তৃক দাখিলকৃত পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন।

তারিখ : ২৪ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৮ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫০৮/সিলিসিটর/৮৫-১০০**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান-কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১১ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৬.১৭-৫৫**—Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 10(3) এবং 10(5) অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার-কে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণ এবং অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে ৪ জুলাই, ২০২২ খ্রি. অথবা তাঁর যোগদানের তারিখ থেকে ৪(চার) বছরের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার গত ০৯ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব বরাবর পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেছেন। পদত্যাগপত্রটি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আফছানা বিলকিস
সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩১/১১ আগস্ট ২০২৪

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৬.২৪-১৫১—যেহেতু, জনাব খ. ম, আরিফুল ইসলাম (১০৯১৫০০৫), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া যথাযথভাবে যাচাই ব্যতিত কসবা উপজেলার কুটি ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২৪ এ ভুল প্রতীকের ব্যালট গ্রহণ করেন। তিনি দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করায় উক্ত নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদের ভোটগ্রহণ সম্ভব হয়নি;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ শৃঙ্খলার পরিপন্থি হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং ১০/২০২৪ রুজু করে তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দালিখপূর্বক শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় গত ০৭-০৮-২০২৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অস্বীকার করতঃ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন এবং তার লিখিত জবাব ও শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব খ. ম. আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাচন অফিসার সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কে বিভাগীয় মামলায় আনীত 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তাকে ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। একইসাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১০/২০২৪ নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০১৩.২৪-১৫২—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর (১০৯০৯০২৯), উপজেলা নির্বাচন অফিসার (সাময়িক বরখাস্তকৃত), ঈদগাঁও, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০২৪ এর ফলাফল বিলম্বে প্রেরণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যকরণের অভিযোগে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করাসহ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেন;

যেহেতু, তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০৬/২০২৪ রুজু করে তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, তার জবাব পরীক্ষান্তে ১০-০৭-২০২৪ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করতঃ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারসহ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার কারণ দর্শানোর জবাব ও শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয়; তৎপরবর্তীতে অভিযোগনামা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের সামগ্রিক ও অধিকতর পর্যালোচনা করা হয়; পর্যালোচনা অন্তে তাকে অভিষ্যতের জন্য সতর্ক করে অব্যাহতি প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঈদগাঁও কক্সবাজার-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারসহ 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০৬/২০২৪ নিষ্পত্তি করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে। তিনি বিধি মোতাবেক বকেয়াসহ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শফিউল আজিম
সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০২ জুন ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৮১.২১-৬০(১)—যেহেতু জনাব মোঃ এনামুল হক, 'সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ময়মনসিংহ (বর্তমানে নরসিংদী) গত ২৪-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা হতে ময়মনসিংহ ডিইএমওতে যাওয়ার সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে হোতাপাড়া নামক স্থানে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হন। গত ২৪-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সপ্তাহের প্রথম দিন হওয়ায় বিএমইটি'র তদন্তে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থল ত্যাগ করে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। উক্ত দুর্ঘটনায় জনাব মোঃ ইস্রাফিল, জনশক্তি জরিপ কর্মকর্তা, ডিইএমও, ময়মনসিংহ নিহত হন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থল ত্যাগ করায় জনাব মোঃ এনামুল হক, সহকারী পরিচালক, ডিইএমইও, ময়মনসিংহ (বর্তমানে নরসিংদী) এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে গত ০৫-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে গত ২৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাক্তন সচিব মহোদয় কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান না করায় পুনরায় গত ১৯ মে ২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত পুনঃশুনানীতে অংশগ্রহণ করেন। পুনঃশুনানীকালে তিনি সন্তোষজনক বক্তব্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অভিযোগের বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু জনাব মোঃ এনামুল হক, সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ময়মনসিংহ (বর্তমানে নরসিংদী) এর বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃক বর্ণিত দুর্ঘটনায় জয়দেবপুর থানায় মামলা নং ২৭ (১১) ১৯, তারিখ-২৫-১১-২০১৯ খ্রিঃ দায়ের করা হয়। বর্ণিত মামলায় জনাব মোঃ এনামুল হক, সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ময়মনসিংহ (বর্তমানে নরসিংদী)-কে আদালত কর্তৃক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে মর্মে বিএমইটি'র পত্রে জানা যায়। কিন্তু তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থল ত্যাগ করে ঢাকায় অবস্থান করে বর্ণিত তারিখে ঢাকা হতে ময়মনসিংহ ডিইএমওতে যাওয়ার সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে হোতাপাড়া নামক স্থানে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হন, যা অসংগত ও চাকরি শৃংখলার জন্য হানিকর আচরণ; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোঃ এনামুল হক, সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ময়মনসিংহ (বর্তমানে নরসিংদী) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যা অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব মোঃ এনামুল হক, সহকারী পরিচালক, ডিইএমও, ময়মনসিংহ (বর্তমানে নরসিংদী) এর জবাবের প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে গত ১৯-০৫-২০২৪ খ্রিঃ তারিখে শুনানীকালে উপস্থাপিত বক্তব্য পর্যালোচনাপূর্বক সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মাচরী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২) কে বিধি অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৬৮.২০২১-৭৫—যেহেতু জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), নেত্রকোণা, অধ্যক্ষ (ভা:) লক্ষ্মীপুর টিটিসি এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেটের উপাধ্যক্ষ পদে কর্মকালীন সময়ে জানুয়ারি/২০০৮ খ্রিঃ হতে জুন/২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২৯ মাস ২৭ দিনের বকেয়া বাড়ি ভাড়া বাবদ ১,১৪,০৮৫ (এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার পঁচাশি) টাকা পরিশোধ করেননি মর্মে বিএমইটি হতে অভিযোগ পাওয়া যায়;

০২। যেহেতু, জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা, লক্ষ্মীপুর ও ময়মনসিংহ টিটিসিতে কর্মকালীন সময়ে ০৩ দিন ব্যাপী প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বিদেশগামী কর্মীদের নিকট হতে বিধি বহির্ভূতভাবে কনফারেন্স হলসহ অন্যান্য উন্নয়নের নামে ৭০ (সত্তর) টাকা হারে ৪৫,০৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে ৩১,৫৩,০১০ (একত্রিশ লক্ষ তেপান্ন হাজার দশ) টাকা আদায় করে তন্মধ্যে ২৩,১১,৯৮২ (তেইশ লক্ষ এগার হাজার নয়শত বিরাশি) টাকা ব্যয় করেছেন এবং অবশিষ্ট ৮,৪১,৯৮২ (আট লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত বিরাশি) টাকা ব্যয়ের প্রমাণক বিএমইটি কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কর্মকর্তাকে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর ময়মনসিংহ টিটিসি'র অভ্যন্তরে নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত একটি পুকুর ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির নিকট লিজ দিয়েছেন। উক্ত কমিটির সভাপতি তিনি নিজে এবং অপর ০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সদস্য করে কমিটির নামে পুকুরটি ০৩ (তিন) বছরের জন্য ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকায় লিজ নিয়েছেন এবং উক্ত অর্থ টিটিসির মসজিদে দান করেছেন;

০৩। যেহেতু, জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লক্ষ্মীপুর হাউজকিপিং পরিচালনার নীতিমালা অনুযায়ী ০১-০২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩১-০৩-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ১,৯৬৪ জন মহিলা কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে মোট ১১,৭৮,৪০০ (এগার লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত) টাকা আদায় করেন এবং তন্মধ্যে ১১,৭৬,৫৪০ (এগার লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশত চল্লিশ) টাকা ব্যয় করেন। ব্যয়িত অর্থ কোন খাতে খরচ করা হয়েছে তা বিএমইটির তদন্ত কর্মকর্তাকে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর, শেরপুর টিটিসিতে ১৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে যোগদান করে সেখানে কর্মকালীন ০১-০১-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সরকারি বাসায় কোনো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেননি;

০৪। যেহেতু, জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লক্ষ্মীপুর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেরপুর এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহে দায়িত্ব পালনকালে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে জানুয়ারি/২০০৮ খ্রিঃ হতে জুন/২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২৯ মাস ২৭ দিনের বাড়ি ভাড়া কর্তন করেননি। এতে সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য। জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ময়মনসিংহ টিটিসি'র অভ্যন্তরে পুরাতন সব দামি বৃক্ষ ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া বৃক্ষের সাথে একত্রিত করে টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করেছেন;

০৫। যেহেতু, জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লক্ষ্মীপুর ময়মনসিংহ টিটিসি ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের হংকংগামী কর্মীদের জন্য ব্যবহৃত হবে মর্মে ১৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বিএমইটি এবং হংকং হোম সার্ভিস এসোসিয়েশনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ প্রেক্ষিতে হংকং হোম সার্ভিস এসোসিয়েশন এর পক্ষে মেসার্স নামিরা ওভারসীজ কর্তৃক বিদেশগামী মহিলাদের রান্নাবান্নার কাজে গেস্ট হাউজে ব্যবহৃত ডবল বার্নার চুলার গ্যাস বিল ১৮-০৮-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে;

০৬। যেহেতু উক্ত অভিযোগে কেন জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণের' অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হবে না, সে বিষয়ে ২৯ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৬৩.২০২১-৪৪ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়;

০৭। যেহেতু জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর গত ০৭-০৫-২০২৪ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৪-০৬-২০২৪খ্রি. তারিখে শুনানির দিন ধার্য করা হয়। তিনি উক্ত শুনানীতে হাজির হয়ে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন;

০৮। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি প্রয়োজনীয় প্রমাণক জমাদানের জন্য ০৭ কর্মদিবস সময় চেয়ে আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণে বকেয়া বাসা ভাড়া প্রদানের চালানের কপি, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল প্রদানের চালানের কপি, প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন (PDO) প্রোগ্রামে আদায়কৃত অর্থের উন্নয়ন খাত হতে মালামালসমূহ ক্রয় ও খরচের ভাউচার, হাউজকিপিং প্রশিক্ষণের সম্মানী বন্টনের মাস্টার রোল, হাজউকিপিং প্রশিক্ষণের কাঁচামাল ক্রয়ের সত্যায়িত ভাউচারসমূহ, মের্সাস নামিরা ওভারসীজের অভিযোগের বিপরীতে সকল প্রমাণক এবং মৃত/হেলে পড়া গাছের নিলামের টাকা জমা দেওয়ার চালানের কপিসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট দাখিল করেন;

০৯। যেহেতু কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা (সাবেক অধ্যক্ষ (ভা:) লক্ষ্মীপুর টিটিসি) বিধি বহির্ভূতভাবে টিটিসি'র অভ্যন্তরের পুকুর লীজ দিয়ে ৭৫,০০০ টাকা মসজিদে দান করেছেন। তিনি ২৯ মাস ২৭ দিনের বাড়ীভাড়া কর্তন করেননি এবং বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেননি যা দীর্ঘদিন পরে বিভাগীয় মামলা দায়েরের পরে পরিশোধ করেছেন। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বিদেশগামী মহিলা কর্মীদের রান্না বান্নার কাজে গেস্টহাউজে ব্যবহৃত ডাবল বার্নার চুলার গ্যাস বিল পরিশোধের ব্যবস্থা নেননি।

১০। সেহেতু, জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা (সাবেক অধ্যক্ষ (ভা:) লক্ষ্মীপুর টিটিসি)-এর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদিসহ সার্বিক পর্যালোচনায় এবং তিনি তাঁর নিকট সরকারি বকেয়া পাওনা পরিশোধ করেছেন বিবেচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে প্রস্তাবিত দণ্ডের পরিবর্তে একই বিধিমালার বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো;

১১। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.১৬৮.২০২১-৭৬—যেহেতু জনাব স. ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর (বর্তমানে টিটিসি, মাদারীপুর) কর্মরত থাকাকালীন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে SEIP প্রকল্পের আওতায় 'মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্সে ০৩ জন সাপোর্টিং স্টাফ হিসেবে (১) জনাব সাররিমা শারমিন, ইন্সট্রাক্টর (আর্কিটেকচারাল) (২) জনাব আখি আক্তার ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স) ও (৩) জনাব শফিউল আলম, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)-কে নিয়োজিত করে প্রতি মাসে ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা হারে একাউন্ট পে-চেক এর মাধ্যমে প্রদান করলেও তাদের নিকট হতে জনাব স. ম. জাহাঙ্গীর আখতার উক্ত অর্থ ফেরত নিয়েছেন মর্মে বিএমইটি'র তদন্তে অভিযোগ পাওয়া যায়;

০২। যেহেতু জনাব স. ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর (বর্তমানে টিটিসি, মাদারীপুর) শরীয়তপুর টিটিসিতে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গার্মেন্টস ট্রেডের জন্য পর্দা ক্রয়, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিল, প্রশিক্ষণার্থীদের আইডি কার্ড প্রস্তুত বাবদ অর্থ ব্যয় দেখালেও পর্দা ক্রয়, ব্রডব্রান্ড ইন্টারনেট সংযোগ ও আইডি কার্ড প্রস্তুত করেননি এবং মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর এর বিধিবিধান অনুসরণ করেননি এবং ক্রয় সংক্রান্ত অনেক ভাউচার জনাব স. ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) নিজ হাতে লিখে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি করেছেন;

০৩। যেহেতু, উক্ত অভিযোগে কেন জনাব স. ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর (বর্তমানে টিটিসি, মাদারীপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণের' অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হবে না, সে বিষয়ে ২১ এপ্রিল ২০২৪ খ্রি. তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০০০.২৭.০১০.২০২২-৪০ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়;

০৪। যেহেতু জনাব স. ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর (বর্তমানে টিটিসি, মাদারীপুর) গত ০৭-০৫-২০২৪ খ্রি. তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৪-০৬-২০২৪ খ্রি. তারিখে শুনানির দিন ধার্য করা হয়। তিনি উক্ত শুনানীতে হাজির হয়ে তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন;

০৫। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীতে তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় প্রমাণক জমাদানের জন্য ০৭ কর্মদিবস সময় চেয়ে আবেদন করলে তাকে সময় মঞ্জুর করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণে মোটর ড্রাইভিং উইথ বেসিক মেইনটেন্যান্স কোর্সের সাপোর্ট স্টাফদের সম্মানীর টাকা দেয়ার বিল ও মাস্টার রোলের কপি, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিল পরিশোদের ভাউচার, প্রশিক্ষণার্থীদের আইডি কার্ড বাবদ বিল পরিশোধের ভাউচার, পর্দা ক্রয় বাবদ বিল পরিশোদের ভাউচার দাখিল করেন। এছাড়া প্রি-ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) প্রোগ্রামের আদায়কৃত অর্থের উন্নয়ন খাতের ব্যয়ীত ১০,৫০,৮৪৮ টাকার ভাউচার ও ব্যয় বিবরণী দাখিল করেছেন;

০৬। যেহেতু, দাখিলকৃত সকল কাগজপত্রসহ সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি গার্মেন্টস ট্রেডের জন্য পর্দা ক্রয়সহ বিভিন্ন মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮-এর বিধিবিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করেননি। হাউজকিপিং ও পিডিও কোর্সের আদায়কৃত টাকা হাতে রেখে খরচ করেছেন যা আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী ও দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক;

০৭। সেহেতু, জনাব স. ম. জাহাঙ্গীর আখতার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর (বর্তমানে টিটিসি, মাদারীপুর)-এর বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত কাগজপত্রাদিসহ সার্বিক পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে প্রস্তাবিত দণ্ডের পরিবর্তে একই বিধিমালার বিধি ৪(২) (ক) অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো;

৮। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রুহুল আমিন
সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
প্রশাসন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ বৈশাখ ১৪৩১ বঃ/০২ মে ২০২৪ খ্রিঃ

নং ৪৯.০০.০০০০.০১৫.০১.১৫১.২১-৩৭৪—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ এর ৬ এর (৩)(ক) এর নির্দেশনা এবং জনাব কংসজিৎ রায়-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদে তার চাকরি ২৪-১০-২০২১ তারিখ হতে স্থায়ীকরণ করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪৩১/০১ আগস্ট ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৬.২৪-৪০২—যেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ শামীম মুসা (বিপি-৬৬৯১০৭২৯১১), পিবিআই, যশোর জেলা ইতঃপূর্বে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে চাউলধানী হাওরের সরকারী বিল নিয়ে চৈতননগর গ্রামের লোকজনদের মধ্যে ০১.০৫.২০২১ তারিখ অনুমানিক ০৩.০০ ঘটিকার সময় মারামারীর ঘটনা সংঘটিত হয়। মারামারীর এক পর্যায়ে জনৈক সাইফুল আলম (৪০) আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে স্থানীয় ঘাগুটিয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র সুমেল এর চোখে মুখে, মাথায় ও বুকে গুলি বর্ষণ করে তাকে হত্যা করে। সংবাদ পেয়ে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের নেতৃত্বে বিশ্বনাথ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনায় জড়িত মূল আসামী সাইফুল আলম এর সাথে কথাবার্তা বলেন এবং ঘটনার বিষয়ে অবগত হন। জনৈক সাইফুল আলম ঘটনায় জড়িত মূল আসামী নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে বিধি মোতাবেক গ্রেফতার না করে ঘটনাস্থল হতে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে। থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে সরাসরি পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে থেকে সকল বিষয়ে পুলিশ সুপারকে অবহিত করার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি, যা বিভাগীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী। উক্ত অভিযোগে তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী আগামী ০৩(তিন) বছরের জন্য "১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ৩১-০৭-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দালিখকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

০৪। সেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ শামীম মুসা (বিপি-৬৬৯১০৭২৯১১), পিবিআই, যশোর জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য "১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৬২.২৩-৪০৩—যেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোল্লা মোজাহিদুর রহমান (বিপি-৭৫৯৯০৬১৫৯০), বর্তমানে শেরপুর জেলায় কর্মরত ইতঃপূর্বে ডিআইও-২, জেলা বিশেষ শাখা, সাতক্ষীরা জেলায় কর্মকালে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৩৯/২১, তারিখ : ০৯-০৩-২০২১ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, মৌখিক বক্তব্য, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী আগামী "০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ৩১-০৭-২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তি যথাযথ নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

০৪। সেহেতু, ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোল্লা মোজাহিদুর রহমান (বিপি-৭৫৯৯০৬১৫৯০), বর্তমানে শেরপুর জেলায় কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক প্রদত্ত "০১(এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দণ্ডাদেশ সার্বিক পর্যালোচনায় মওকুফ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১১ আগস্ট ২০২৪ খ্রি.

নং ৩৭.০০.০০০০.৯৫.২৭.১৪.২০২৪-৪৬৫—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব প্রনব কুমার দাস (২৩৫২৩), প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা), মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের১৭-০৯-২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.০৮.০৫১. ২০১৫/ ১০১৫ নং স্মারক মোতাবেক স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে মঞ্জুরীকৃত মোট ৬১ (একষট্টি) দিন বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি (৩০-০৯-২০১৬ হতে ৩০-১১-২০১৬ তারিখ) ভোগ শেষে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও স্থায়ী ঠিকানায় প্রাপক বাড়িতে না থাকায় কারণ দর্শানো নোটিশটি ফেরত আসে। উল্লেখ্য, গত ২৯-১১-২০২১ তারিখে তাঁর অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এ উল্লেখ আছে যে, একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর চাকরির অবসান (Ceases to be in Government employ) হবে;

যেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী জনাব প্রণব কুমার দাস-কে চাকরি হতে অবসান করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব প্রণব কুমার দাস (২৩৫২৩), প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা), মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট-কে বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ০১-১২-২০১৬ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.৯৫.২৭.১৫.২০২৪-৪৬৬—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব সুমি আচার্যী (২১৯৯৬), প্রভাষক (গণিত), মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৭-০৯-২০১৭ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১৩.২৫.২০. ২০১৭.৪৮৩৭ স্মারক মোতাবেক স্বামীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কানাডায় মঞ্জুরীকৃত মোট ৮৭ (সাতাশি) দিন বহিঃবাংলাদেশ ছুটি (০৬-১০-২০১৭ হতে ১৪-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৭০ দিন অর্ধগড় বেতনে অর্জিত ছুটি এবং ১৫-১২-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৭ পর্যন্ত ১৭ দিন অবকাশ ছুটি) ভোগ শেষে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও স্থায়ী ঠিকানায় প্রাপক বাড়িতে না থাকায় কারণ দর্শানো নোটিশটি ফেরত আসে। উল্লেখ্য, গত ০১-০১-২০২৩ তারিখে তার অনুপস্থিতকাল ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হয়েছে;

যেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ এ উল্লেখ আছে যে একজন সরকারি কর্মকর্তা ছুটি অথবা ছুটি ব্যতীত একনাগাড়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর চাকরির অবসান (Ceases to be in Government employ) হবে;

যেহেতু, বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী জনাব সুমি আচার্যী-কে চাকরি হতে অবসান করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব সুমি আচার্যী (২১৯৯৬), প্রভাষক (গণিত), মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট-কে বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি-৩৪ অনুযায়ী ০১-০১-২০১৮ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে অবসান (Ceases to be in Government employ) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোলেমান খান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩০ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০২০.২৩-১১৩**—জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (বিপি-৮১০৮১২১৫৮৪) বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, জিএমপি, গাজীপুর ইতঃপূর্বে উপ-পুলিশ কমিশনার, সিটিএসবি অ্যান্ড প্রটেকশন বিভাগ, জিএমপি, গাজীপুর হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ২০-১১-২০২২ তারিখ কাশিমপুর কারাগার থেকে ০৮(আট) জন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি (জঙ্গী) সদস্যকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা স্কর্ট করে বিজ্ঞ সিএমএম কোর্ট, ঢাকার হাজতখানায় ডিএমপি'র প্রসিকিউশন বিভাগের নিকট হস্তান্তর করে। ঐ দিন উক্ত ০৮(আট) জন জঙ্গীসহ মোট ১৪ (চৌদ্দ) জন জঙ্গী সদস্যদের সন্ত্রাস বিরোধী বিজ্ঞ বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য শেষে ১৪ (চৌদ্দ) জন আসামির মধ্য থেকে জাগৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফয়সাল আরেফিন দীপন ও ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত ০৪ (চার) জন সদস্যকে পুলিশ কনস্টেবল/৫১৯৮ মোঃ নূরে আজাদ একাকী বিজ্ঞ আদালত থেকে হাজতখানায় নিয়ে যেতে রওনা দেয়। পথিমধ্যে আনুমানিক ১২:১৫ ঘটিকায় বিজ্ঞ সিজেএম আদালতের মেইনগেটে পৌঁছানোর আগেই কনস্টেবল মোঃ নূরে আজাদের চোখে পিপার স্প্রে করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ০২(দুই) জন জেএমবি সদস্যকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং অন্য ০২(দুই) জন কয়েদি (জঙ্গী) আসামিদের সহযোগিতায় কনস্টেবল মোঃ নূরে আজাদকে মারধর করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে কর্তব্যরত অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা কনস্টেবল মোঃ নূরে আজাদকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা অপর ০২ (দুই) জন কয়েদি (জঙ্গী)-কে আটক করে সিএমএম কোর্ট হাজতখানায় জমা দেয়।

২। জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (বিপি-৮১০৮১২১৫৮৪) গাজীপুর, সিটিএসবি অ্যান্ড প্রটেকশন বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হিসাবে কাশিমপুর কারাগার থেকে ০৮(আট) জন কয়েদি (জঙ্গী) সদস্যকে ঢাকা বিজ্ঞ সিএমএম কোর্টে প্রেরণের জন্য গত ১৯-১১-২০২২ তারিখ তার নিরাপত্তা পরিকল্পনার ছক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (DMP) এর কোনো ইউনিটে প্রেরণ না করা এবং যোগাযোগ রক্ষা না করা, গাজীপুর সিটিএসবি থেকে কয়েদি (জঙ্গী) আসামি আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত না করা, স্কর্ট পার্টিকে ব্রিফিং প্রদান না করা,কয়েদি (জঙ্গী) আসামি আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা প্রতিপালন না করা, তার অধীনস্থদের কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে সৃষ্ট উল্লিখিত ঘটনায় জনসম্মুখে পুলিশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০১২/২০২৩ রুজুপূর্বক গত ২২-০২-২০২৪ তারিখ তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ১০-০৬-২০২৪ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০-০৭-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

৩। শুনানিকালে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে।

৪। এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম (বিপি-৮১০৮১২১৫৮৪) প্রাক্তন উপ-পুলিশ কমিশনার, সিটিএসবি অ্যান্ড প্রটেকশন বিভাগ, জিএমপি, গাজীপুর ও বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার, জিএমপি, গাজীপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে লঘুদন্ড আরোপযোগ্য যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২) এর উপ-বিধি (১)(ক) মোতাবেক 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৭.২৩-১১৪**—জনাব রুবায়েত বিন সালাম (বিএভি-১২০১৮৩), বর্তমানে জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, কুষ্টিয়া ইতঃপূর্বে জেলা কমান্ড্যান্ট, ভোলা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১০(১) বিধি লঙ্ঘন করে ধার প্রদানের উদ্দেশ্যে জনাব মোঃ মমিন উদ্দিন, কোম্পানী কমান্ডার, ৩৮ আনসার ব্যাটালিয়ন, লংগদু, রাঙ্গামাটি (ঘটনাকালীন কর্মস্থল-সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট, জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যলয়, ঢাকা)-এর আইএফআইসি (IFIC) ব্যাংকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা নগদ জমা প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি তার নিকট হতে গত ১৮-০৬-২০২৩ তারিখের মধ্যে ধার প্রদানকৃত টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য গত ০৮-০৬-২০২৩ তারিখ গ্যারান্টি হিসাবে ৩০০/-(তিনশত) টাকার একটি স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ মমিন উদ্দিন, কোম্পানী কমান্ডার, ৩৮ আনসার ব্যাটালিয়ন, লংগদু, রাঙ্গামাটি এর স্বাক্ষরিত ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকার ইস্যুকৃত অগ্রিম চেকটি উক্ত আইএফআইসি (IFIC) ব্যাংক কর্তৃক ডিজঅনার হওয়ায় এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে টাকা না পাওয়ায় উভয়ের দাপ্তরিক ঠিকানা ব্যবহার করে বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ভোলায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুসারে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০০৯/২০২৩ রুজুপূর্বক গত ২৮-০২-২০২৪ তারিখ তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ২৮-০৫-২০২৪ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮-০৭-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

২। শুনানিকালে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়েছে।

৩। এমতাবস্থায়, জনাব রুবায়েত বিন সালাম (বিএভি-১২০১৮৩), প্রাক্তন জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ভোলা ও বর্তমানে জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, কুষ্টিয়া-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, শুনানিকালে উভয়পক্ষের বক্তব্য ও উপস্থাপিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি পর্যালোচনায় এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগে লঘুদন্ড প্রদান ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর উপ-বিধি (১)(ক) মোতাবেক 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্ব কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৯ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১১৪.২৩-৩৮৮— যেহেতু, জনাব মোঃ শামীম কুদ্দুছ ভূঁইয়া (বিপি-৮৪১৩১৫৯৩৪৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসপিবিএন-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় কর্মরত আছেন। তিনি ২৮.১১.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার তথা নির্বাচন কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে বেআইনি ও অনৈতিকভাবে একজন প্রার্থীকে নির্বাচনে সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার (জনাব মোঃ শাহজাহান ফকির) নিকট ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা দাবি করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। একই সাথে গঠিত অভিযোগনামার বিপরীতে অভিযুক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ শামীম কুদ্দুছ ভূঁইয়া-কে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীত নয় মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়;

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ শামীম কুদ্দুছ ভূঁইয়া (বিপি-৮৪১৩১৫৯৩৪৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসপিবিএন-২, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে সর্তক করে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/৩০ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৫.২৪-৩৯৪—যেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব পরিমল কুমার চক্রবর্তী, (বিপি-৬৭৯৮০৬৯২৩৮), বর্তমানে গোদাগাড়ী সার্কেল অফিস, রাজশাহী জেলায় কর্মরত ইতঃপূর্বে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে গত ১১-০৬-২০১৯ তারিখ বেলা আনুমানিক ১৪.০০ ঘটিকার সময় পত্নীতলা থানার এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ আলমগীর হোসেন এবং তার সঙ্গীয় কনস্টেবল /২৪৮ মোঃ মাজিদুল ইসলাম পত্নীতলা থানাধীন শালবাড়ী এলাকা হতে মোঃ সাহাবুদ্দীন লিটন (৪২), পিতা-মৃত আবু তাহের মন্ডল, সাং -মহাদেবপুর, থানা- মহাদেবপুর, জেলা-নওগাঁ এবং মোঃ রশিদ (৪৫), পিতা-মৃত আফসার আলী, সাং-মাহদেবপুর দুলালপাড়া, থানা- মহাদেবপুর, জেলা-নওগাঁদ্বয়কে মাদকের অভিযোগে গ্রেফতার করে থানায় এনে হাজত রেজিস্টারে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করতঃ হাজতখানায় রাখেন। অতঃপর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন/এলাকার লোকজন থানায় এসে রাত আনুমানিক ২২.০০ ঘটিকার সময় এএসআই আলমগীর হোসেন এর সহিত অনৈতিক সমঝোতা করে উক্ত ০২(দুই) ব্যক্তিকে থানা হাজত হতে ছাড়িয়ে নেয়। বর্ণিত ০২(দুই) জন পুলিশ সদস্য থানার মধ্যে অবস্থান করে এহেন অনৈতিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার দায়ভার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে তার উপর বর্তায়। উপরোক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, মৌখিক বক্তব্য, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী আগামী ০২(দুই) বছরের জন্য ''১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৮.০৭.২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ ও তার সত্যতা প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত দণ্ড, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড অপ্রতুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), জনাব পরিমল কুমার চক্রবর্তী (বিপি-৬৭৯৮০৬৯২৩৮), বর্তমানে গোদাগাড়ী সার্কেল অফিস, রাজশাহী জেলায় কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক প্রদত্ত "০২(দুই) বছরের জন্য ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদণ্ড তার কৃত অপরাধের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচনায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৪ ধারা এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২১(১)(গ) বিধিমতে দন্ড বর্ধিত করে "০৩ (তিন) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। তিনি দণ্ড প্রাপ্ত মেয়াদের জন্য ভবিষ্যতে কোনো বকেয়া দাবি করতে পারবেন না এবং দণ্ডের এ সময়/মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২৪-৩৯৫—যেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (বিপি-৬৭৯১১০১৯৫৯), বর্তমানে ডিএমপি, ঢাকায় কর্মরত ইতঃপূর্বে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মকালে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ১২৬/২০২১, তারিখ ২২.০৮.২০২১ রুজু করা হয়। অভিযুক্তের দাখিলকৃত লিখিত জবাব, মৌখিক বক্তব্য, প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী আগামী "০১(এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৮.০৭.২০২৪ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ ও তার সত্যতা প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত দণ্ড, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড অপ্রতুল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী (বিপি-৬৭৯১১০১৯৫৯), বর্তমানে ডিএমপি, ঢাকায় কর্মরতকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক প্রদত্ত "০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদণ্ড তার কৃত অপরাধের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচনায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৪ ধারা এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২১(১)(গ) বিধিমতে দণ্ড বর্ধিত করে "০৩ (তিন) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" দন্ড প্রদান করা হলো।

৫। তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত মেয়াদের জন্য ভবিষ্যতে কোনো বকেয়া দাবি করতে পারবেন না এবং দণ্ডের এ সময়/মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৫৭.২৩-৩৯৬—যেহেতু, জনাব মোঃ আসিফ ইকবাল (বিপি-৮৮১৬১৭৮৩২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, 'বি' সার্কেল, খুলনা ইতঃপূর্বে বাগেরহাট জেলার মোংলা সার্কেলে কর্মরত থাকাকালীন ২০.০৪.২০২০ তারিখে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানার মামলা নং-২১, তারিখ: ০১.০৪.২০২০ ধারা-৫৪৭/৩৮০ পেনাল কোড এর রেফারেন্সে ই-মেইল : spbagerhtat@police.gov.bd এর মাধ্যমে এএসপি জনাব রাকিবা ইয়াসমিনের অজ্ঞাতসারে তার ব্যবহৃত মোবাইল এর ১৮০ দিনের সিডিআর এসবি, এলআইসি হতে সংগ্রহ করেন। তিনি ২২.০৬.২০২০ এবং ০৮.০৭.২০২০ বাগেরহাট সদর মডেল থানার মামলা নং-৮, তারিখ: ১১.০৬.২০২০, ধারা-৩৭৯/৩৪ পেনাল কোড এর রেফারেন্সে ই-মেইল: spbagerhtat@police.gov.bd এর মাধ্যমে দুইবার এএসপি জনাব রাকিবা ইয়াসমিনের অজ্ঞাতসারে তার ব্যবহৃত মোবাইল এর সিডিআর পুলিশ অধিদপ্তরের এলআইসি শাখা হতে সংগ্রহ করেন, যা সংশ্লিষ্ট মামলার সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল না এবং বাংলাদেশ পুলিশ এর শৃঙ্খলা পরিপন্থী। উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ২৬.১১.২০২৩ তারিখ ৪৯৬ নং স্মারকমূলে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। একই সাথে গঠিত অভিযোগনামার বিপরীতে অভিযুক্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব মোঃ আসিফ ইকবাল (বিপি-৮৮১৬১৭৮৩২৭) কে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব, রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য, উপস্থাপিত তথ্য ও প্রমাণাদি এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়; এবং অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় লঘুদণ্ড প্রযোজ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৩। সেহেতু, জনাব মোঃ আসিফ ইকবাল(বিপি-৮৮১৬১৭৮৩২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, 'বি' সার্কেল, খুলনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ক) অনুসারে তাকে "তিরস্কার" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-১১৭৩—কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-১১-২০২৩ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) এর (অ)(আ)(ই)(ঈ)/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৯ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-১১৮০—ঢাকা জেলার লালবাগ থানার এফআইআর নং-০৪,তারিখ: ০৮-১২-২০২২ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-১১৮১—ঢাকা জেলার হাজারীবাগ থানার মামলা নং-১৬, তারিখ: ০৯-০৪-২০২৩ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-১১৮২—ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানার মামলা নং-২৬, তারিখ: ১৩-০২-২০২৩ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(২) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-১১৮৩—ঢাকা জেলার ওয়ারি থানার এফআইআর নং-২৭,তারিখ: ৩০-১১-২০২২ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-১১৮৪—ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-৬৫, তারিখ: ১৮-০৫-২০২২ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-১১৮৫—ঢাকা জেলার বাড্ডা থানার মামলা নং-৩২, তারিখ: ২০-১০-২০২২ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৭.২৪-১১৮৬—ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-২৬, তারিখ: ২৩-১২-২০২১ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৪ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২-১২৭৪—নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানার মামলা নং-০১, তারিখ:-০১-০৬-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি/পিপি শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৩ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৬/সলিসিটর/২০২৪-১০২**—মহামান্য রাষ্ট্রপতি The Bangladesh Law Officers Order, 1972 (P.O.No. 6 of 1972) এর ৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নিম্নবর্ণিত ০৯ (নয়) জন আইনজীবী-কে বাংলাদেশের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ প্রদান করিলেন :

ক্রমিক নং	নাম ও পিতার নাম	আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগে তালিকাভুক্তির তারিখ	জন্ম তারিখ	নিবাস
১	জনাব আইনুন নাহার সিদ্দিকা পিতা-আইয়ুব আলী	১৭-০৪-২০০৪ খ্রি.	১২-১২-১৯৬৭ খ্রি.	মৌলভীবাজার
২	জনাব সুলতানা আক্তার রুবী পিতা- মোতাহার আলী খান	২১-০৮-১৯৯৪ খ্রি.	২৮-০৩-১৯৬২ খ্রি.	ঝালকাঠি
৩	জনাব ফয়েজ আহম্মেদ পিতা- মোঃ আব্দুর রহমান	১৭-০৪-২০০৪ খ্রি.	০১-১১-১৯৭৭ খ্রি.	হবিগঞ্জ
৪	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম সুমন পিতা- মোঃ নুরুল ইসলাম	২২-০৭-২০১২ খ্রি.	০৭-০৯-১৯৮০ খ্রি.	ঝালকাঠি
৫	জনাব রেদওয়ান আহম্মেদ রনজিব পিতা- মোঃ আব্দুল লতিফ প্রধান	১৯-০৮-২০১৩ খ্রি.	০২-০২-১৯৮৪ খ্রি.	চাঁদপুর
৬	জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম পিতা-বদর উদ্দিন	০৯-০২-২০০১ খ্রি.	২১-০৯-১৯৭৩ খ্রি.	ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	নাম ও পিতার নাম	আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগে তালিকাভুক্তির তারিখ	জন্ম তারিখ	নিবাস
৭	জনাব সামিমা সুলতানা দিপ্তি পিতা-আব্দুল বারি আকন্দ	১২-১২-২০০১ খ্রি.	০৯-১২-১৯৭২ খ্রি.	বগুড়া
৮	জনাব মহসিনা খাতুন পিতা- মোঃ তোফাজ্জল হোসেন ভুইয়া	০২-০৮-২০০৮ খ্রি.	০১-০৩-১৯৬৮ খ্রি.	ঢাকা
৯	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্টু পিতা-আজিবর রহমান	১৯-০৮-২০১৩ খ্রি.	১৩-১০-১৯৬৯ খ্রি.	ঝিনাইদহ

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রুনা নাহিদ আকতার
সলিসিটর।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ আগস্ট ২০২৪ খ্রি.

নং **৫৫.০০.০০০০.১০৮.০০২.০০.১২.১৭৭**—আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এ.বি.এম. খায়রুল হক এর পদত্যাগপত্র সরকার কর্তৃক ১৩ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে গৃহীত হয়েছে এবং উক্ত তারিখে ইহা কার্যকর হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দীন
অতিরিক্ত সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-১ শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ৪ ভাদ্র ১৪৩১/১৯ আগস্ট ২০২৪

বিষয় : **ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনার জন্য আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ।**

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০১৭.৯৯.০০৪৪.২২-৬৮৪**—সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশে কতিপয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। যার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের জনসেবাসহ সাধারণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। উদ্ভূত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের জন্য নিম্নরূপ আদেশ জারি করা হলো :

২। অনুপস্থিত চেয়ারম্যানগণের কাজ পরিচালনা এবং জনসেবা অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৩৩, ১০১ এবং ১০২ অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যানগণকে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন।

৩। প্যানেল চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে অথবা যে কোনো জটিলতা পরিলক্ষিত হলে বর্ণিত আইনের ধারা ১০১ ও ১০২ প্রয়োগ করে বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা যেমন : উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সচল রেখে জনসেবা অব্যাহত রাখবেন।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে।

পূরবী গোলদার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বহিরাগমন-৪ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ২০ শ্রাবণ ১৪৩১/০৪ আগস্ট ২০২৪

বিষয় : **ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পাসপোর্ট অফিসমূহের অধিক্ষেত্র পুনঃনির্ধারণ।**

সূত্র : (ক) **বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৮.০১.০০০০.১০১.৭৮.২০৩.২০২২.১০৮৫, তারিখ : ০৮-০৭-২০২৪**

(খ) **সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিপত্র স্মারক নং ৫৮.০০.০০০০.০৪৩.০৫.০০১.২১.৫০, তারিখ : ১৪-০৩-২০২৩**

নং **৫৮.০০.০০০০.০৪৩.০৫.০০১.২১.১৭৬**—পাসপোর্ট সেবা দ্রুত ও সহজে প্রদানের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে জারীকৃত পরিপত্র আংশিক সংশোধনপূর্বক বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা এবং পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস এর অধিক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপভাবে পুনর্বিন্যাস করা হলো :

ক্রমিক নং	পাসপোর্ট অফিসের নাম	থানাওয়ারী অধিক্ষেত্র
০১	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা	শেরেবাংলা নগর, মিরপুর, কাফরুল, রূপনগর, গুলশান, বনানী, শাহবাগ, ধানমন্ডি, কলাবাগান, রমনা, তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানার অধীনে বসবাসরত নাগরিকদের জন্য) (১৩ টি)
০২	পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস	ঢাকা সেনানিবাসে বসবাসরত সামরিক বাহিনীতে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গ

২। অন্যান্য অফিসসমূহের অধিক্ষেত্র অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/০৬ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০০৭.২৪-৪৪৬**—যেহেতু, জনাব শামীম আহমেদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, গাজীপুর-এর বিরুদ্ধে দাপ্তরিক কাজে নির্দেশনা নিতে আসলে অধীনস্থ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকগণের সাথে দুর্ব্যবহার এবং হয়রানিকরণ; গাজীপুর সদর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের ২০২২ সালের এসিআর অনুবেদন এবং তা প্রতিস্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা; অধীনস্থ সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও স্টাফগণের বেতন বিল সময়মতো অগ্রায়ণ না করা ও টিএ বিল প্রদানে অনর্থক বিলম্ব; মহিলা কর্মকর্তা (এইউইও) গণকে ব্যক্তিগত গাড়িতে স্কুল ভিজিটে নিয়ে যেয়ে হাত ধরা এবং শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়। তার এহেন আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ বিধায় উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ০৯ মে ২০২৪ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং পবিত্র হজ্জব্রত পালন শেষে ব্যক্তিগত শুনানি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন; এবং

যেহেতু, তিনি সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য ০৫ জুন ২০২৪ হতে ১৪ জুলাই ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ৪০ (চল্লিশ) দিনের ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন; এবং

যেহেতু, তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৯ জুন ২০২৪ তারিখে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং বিভাগীয় মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সময় সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের বেতন–ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, ০৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তার বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে তার প্রদত্ত বক্তব্য, লিখিত জবাব, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে গাজীপুর সদর উপজেলার সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের ২০২২ সালের এসিআর যথাসময়ে অনুবেদন এবং তা প্রতি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যা অসদাচরণের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সেহেতু, জনাব শামীম আহমেদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, গাজীপুর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক "তিরস্কার (Censure)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে গৃহীত খোরপোষ ভাতা তার বেতন-ভাতাদির সাথে সমন্বয় হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ ভাদ্র ১৪৩১/২৫ আগস্ট ২০২৪

নং-৮০.০০.০০০০.৪০১.১১.০২২.২২-১০২৯—বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১৬ মে ২০২৩ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০১.১১.০২২.২২-৪২৭ নম্বর প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ০৭(সাত) জন সহকারী পরিচালকের ০৩-০৬-২০০৭ তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনের ৪.০ নম্বর অনুচ্ছেদের শর্তটি বাতিল করা হলো।

২.০ উক্ত প্রজ্ঞাপনের ২.০ নম্বর শর্তে উল্লিখিত প্রদত্ত ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার সাথে নিম্নলিখিত শর্তটি সংযোজন করা হলো :

"ধারণাগত জ্যেষ্ঠতার কারণে ৭ জন সহকারী পরিচালকের চাকরিতে যোগদানের তারিখের কোনো পরিবর্তন হইবে না, তবে অবসর গ্রহণের জন্য চাকরিকাল গণনা ব্যতীত চাকরিগত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (যেমন- মোট চাকরিকাল গণনা, উচ্চতর স্কেল প্রাপ্তি, পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জনের সময়কাল গণনা, পরীক্ষার অংশ গ্রহণ, জ্যেষ্ঠতা ইত্যাদি) ধারণাগত জ্যেষ্ঠতা প্রদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।"

৩.০ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আগস্ট ২০২৪

নং ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০০৪.১১-১০১—নং ৪০.০০. ০০০০.০১৬.৩২.০৮৪.১৭.০৯ তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০২৩। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩৮ এর উপ-ধারা (৪) এর সহিত পঠিতব্য, এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব শেখ ফরহাদ হোসেন (জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর: ৩৭৩৫৯৯৮৮৬০) সাধারণ সম্পাদক, খুলনা বিভাগীয় পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি ও মালিক/ চেয়ারম্যান এন্ড সিইও, ভৈরব ফুয়েল সাপ্লাই, স্থায়ী ঠিকানা : হোল্ডিং নং-৬৩, পদ্ম রোড, ডাকঘর-দৌলতপুর-৯২০২, থানা-খালিশপুর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, জেলা-খুলনা, কে "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরে মালিক পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নতম মজুরী বোর্ড, অতঃপর উক্ত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, এর সদস্য নিয়োগ করা হয় ; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ উক্ত বিধিতে উল্লিখিত, এর ১২৩(৫) এর বিধান অনুযায়ী জনাব শেখ ফরহাদ হোসেন উক্ত বোর্ডের পর পর ৩ (তিন)টি সভায় চেয়ারম্যানের নিকট হতে ছুটি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন ;

সেহেতু, উক্ত বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ উক্ত বিধিতে উল্লিখিত, এর ১২৩(৫) বিধান এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার "পেট্রোল পাম্প" শিল্প সেক্টরে উক্ত বোর্ডের মালিক পক্ষের প্রতিনিধি মালিক জনাব শেখ ফরহাদ হোসেন এর আসন এতদ্বারা শূন্য ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা
উপসচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ ভাদ্র ১৪৩১/২২ আগস্ট ২০২৪

নং-২৮.০০.০০০০.০১৩.১৩.০০৯.২০-১৪৩—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৬ ধারা অনুযায়ী জনাব জালাল আহমেদ, পিতা : মোঃ আব্দুর রহমান, মাতা : রাবেয়া খাতুন, চামেলি-২০, কোর্ট স্টেশন রোড, হবিগঞ্জ-কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিম্ন বর্ণিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

২। **শর্তাবলি :**

ক. তাঁর চাকরির মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বৎসর এবং এই মেয়াদ দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে কার্যকর হবে ;

খ. তাঁর চাকরি কমিশনের সার্বক্ষণিক চাকরি হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কমিশনে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় তিনি লাভজনক অন্য কোনো চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারবেন না ;

গ. তিনি যে কোনো সময় ০১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন ;

ঘ. তাঁর অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ১১ ধারা প্রযোজ্য হবে ;

ঙ. তিনি অর্থ বিভাগের ১৯-০৪-২০১৭ তারিখের পত্র নং-০৭.০০.০০০০.১২৬.০০.০০১.১০৮৭ অনুসারে মাসিক বেতন হিসাবে নির্ধারিত ১,০৫,০০০/- (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা ও বাড়ি ভাড়া ভাতা বাবদ নির্ধারিত ৫০,৬০০/- (পঞ্চাশ হাজার ছয়শত) টাকা প্রাপ্য হবেন। তাঁর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসা ব্যয় প্রাপ্য হবেন, এছাড়া তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি সার্বক্ষণিক গাড়ী প্রাপ্য হবেন ;

চ. নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি নিজ নামে বা বেনামে (পোষ্যদের নামে) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতভুক্ত কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না ;

ছ. চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ দ্বারা ও তৎপরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রণীতব্য আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নুরুল আলম
সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১/১২ আগস্ট ২০২৪

নং ৫৪.০০.০০০০.০২৩.২৭.০০৫.২৩-৫৩—যেহেতু, জনাব এ এম এম শাহনেওয়াজ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা বিগত [প্রাক্তন ডেপুটি সিওপিএস (পূর্ব), চট্টগ্রাম] পদে কর্মরত থাকাকালে পূর্বাঞ্চলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনসমূহের ভাড়া ও পারফরম্যান্স গ্যারান্টি নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভাড়া ও পারফরম্যান্স গ্যারান্টি আদায়ের পর অভিযোগ দাখিল করা হয় যে, ২০১২ সালের শর্তানুযায়ী ভাড়া না বাড়িয়ে কম হার নির্ধারণ করে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে। পরবর্তীতে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ০৪-০৪-২০১৯ খ্রি. তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি ১৮-০৯-২০১৯ খ্রি. তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বর্ণিত কর্তকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) উপ-বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজ-পত্র, তথ্য-প্রমাণ, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া না যাওয়ায়, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ট্রেনসমূহের ভাড়া ও পারফরম্যান্স গ্যারান্টি পুন:নির্ধারণে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয় ;

সেহেতু, জনাব এ এম এম শাহনেওয়াজ, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা [প্রাক্তন ডেপুটি সিওপিএস (পূর্ব), চট্টগ্রাম]-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) উপ-বিধি অনুযায়ী 'অসদাচারণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় উক্ত অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০৪/২০২৩, তারিখ: ১৯-০৬-২০২৩ খ্রি.) হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ আষাঢ় ১৪৩১/১১ জুলাই ২০২৪

নং-১৫.০০.০০০০.০২৪.৩১.০০২.২৩-৪৮৯(১০)—বাংলায় ডাবিংকৃত বিদেশি সিরিয়াল/ধারাবাহিক সম্প্রচারের বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত 'প্রিভিউ কমিটি' নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন/প্রতিনিধি
৩. মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
৪. যুগ্মসচিব (টিভি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
৫. জনাব খায়রুল আলম সবুজ, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব
৬. এ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (এ্যাটকো) এর ১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি
৭. অভিনয় শিল্পী সংঘ এর ১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি
৮. ডাইরেক্টরস গিল্ড এর ১ জন উপযুক্ত প্রতিনিধি
৯. জনাব সংগীতা চৌধুরী, অভিনয় ও বাচিক শিল্পী

সদস্য-সচিব

১০. উপসচিব (টিভি-২ শাখা), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ :

১) এ কমিটি টিভি চ্যানেলে প্রদর্শনের নিমিত্ত বাংলায় ডাবিংকৃত বিদেশি সিরিয়াল/ধারাবাহিক অনুষ্ঠান প্রিভিউপূর্বক যাচাই করে প্রচার উপযোগিতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করবে ;
২) কমপক্ষে ০৬ (ছয়) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে ;
৩) প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রিভিউ সভা অনুষ্ঠিত হবে ;
৪) পরপর ০৩ (তিন) টি সভায় যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে ;
৫) কোনো সদস্যের পদ শূন্য হলে সভাপতি নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিবেন ;
৬) কমিটির সদস্যগণ সরকারি নিয়মানুযায়ী সম্মানী পাবেন ; এবং
৭) প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

২। এ সংক্রান্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ১৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৪.৩১.০০২.২৩-৬৩৫(১০) সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ শরিফুল হক
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪৩১/১৯ আগস্ট ২০২৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০১৯.০১.০০৮.২৪-৭৬৩—বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি ৪২ এবং বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৩০০ (বি) অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগের নিম্নবর্ণিত প্রশাসনিক কর্মকর্তা এর পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের অনুমোদন নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো :

ক্র: ন:	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	পূর্ববর্তী পদবি ও কর্মস্থল	পূর্বতন পদে চাকরিকাল	প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে যোগদানের তারিখ
০১.	জনাব মোঃ শাহানুর আলম প্রশাসনিক কর্মকর্তা জননিরাপত্তা বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	অডিটর সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তর	২৭-০৪-২০২২ হতে ৩০-০৫-২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী টা: ১৬০০০—৩৮৬৪০/-) পদে ০২-০৬-২০২৪ খ্রি. তারিখে যোগদান করেন।

শর্তসমূহ :

(ক) পূর্বপদের চাকরিকাল শুধু পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না ; এবং

(খ) পূর্বপদের চাকরিকাল পেনশনযোগ্য হিসেবে গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকাল চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিন্টু চৌধুরী
উপসচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৮৫.০৪.০০১.২৪-২৯৯—কাজী সালিমুল হক ওরফে কাজী কামাল, পিতা-মৃত কাজী আকরামুল হক, বিএনপি'র সাবেক এমপি-এর দন্ড মওকুফপূর্বক মুক্তির বিষয়ে আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামতের আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি "জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট" মামলায় [রমনা থানার মামলা নং-০৮(৭)২০০৮ হতে উদ্ভূত বিশেষ জজ আদালত নং-৫, ঢাকা এর বিশেষ মামলা নং-১৭/২০১৭] প্রদত্ত দন্ডাদেশ মওকুফ করায় তাঁকে নির্দেশক্রমে মুক্তি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
উপসচিব।